সুরক্ষা বার্তা

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

সংখ্যা ৫০ ॥ মে -২০২২ইং

কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণ করার লক্ষে কোস্ট ফাউন্ডেশন ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইসম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোস্যালহাব এবং শিশুসুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে,যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন ইউনিসেফ এবং KFW এর প্রতিনিধি

মাল্টিপারপাস সেন্টারের কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা করছেন প্রতিনিধি দল। ছবি: আল মামুন ।

গত ২২ শে মে ২০২২ খ্রি. কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের ক্যাম্প ৮ এর মাল্টিপারপাস সেন্টারে কার্যক্রম পরিদর্শন করেন দাতা সংস্থা KFW এবং ইউনিসেফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শন টিম এমপিসির কার্যক্রম-জীবন দক্ষতা সেশন, পিএসএস সেশন, কারিগরি প্রশিক্ষণ সেশন ঘুরে দেখেছেন এবং কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা করেছেন। জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেশন কি এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে এই বিষয়গুলো জানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিশোরদের সাথে আলোচনা করেন। পরিদর্শনটিম সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সাবান তৈরী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষনার্থী ও প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। পরিদর্শনটিম সাবান প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য জানতে চান । কিশোরা বলেন তারা ২০১৭ সালে প্রথম দিকে বাংলাদেশে আসার সময় মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত ছিল বর্তমানে তারা কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে জীবনদক্ষতা এবং কারিগরি শিক্ষা পেয়ে অনেক খুশি। তারা আরো বলেন,ভবিষ্যতে মায়ানমারে ফিরে গেলেও এই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। পরিদর্শন টিম এমপিসির সব ধরনের কার্যক্রম দেখেন এবং দায়িত্বে থাকা কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্মীদের সাথে আলোচনা করেন। তারা কোস্ট ফাউন্ডেশন কার্যক্রমে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন এবং এমপিসিতে আসা কিশোর-কিশোরীদের শিখার আগ্রহ দেখে খুশি হন। এছাড়া কিশোরদের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান নিশ্চিত করা এবং একই সাথে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের দেশে গিয়ে এই শিক্ষা সঠিক কাজের ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

কেইস ওয়ার্কারদের সহযোগিতায় আফিফা ফিরে পেল নিরাপদ স্থান

আফিফা এবং তার আত্মীয়দের সাথে কথা বলছেন কেইস ওয়ারকার

আফিফা আক্তার (৬) বাবা মা ২০১৭ সালে সবার সাথে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে চলে আসে। বাংলাদেশে আসার কিছুদিন পর তার বাবা ক্যাম্প থেকে থাইল্যান্ডে পালিয়ে যায়। সে তার মায়ের কাছে থাকত । বাবা যাওয়া কিছুদিন পরেই আফিফা এবং তার মাকে থাইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আফিফার বাবা তাদের পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ করেনি। পরবর্তীতে আফিফার মা সিদ্ধান্ত নেয় তিনি থাইল্যান্ড চলে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে তার মা ব্লক থেকে উধাও । আফিফা মা কোথায় আছে কেউ জানে না। যদিও তার আত্মীয়রা ধারনা করছেন তিনি নদীপথে থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। এদিকে আফিফা তার মা বাবা জীবিত থেকেও এতিম হয়ে গেল। এই সব বিষয় জানাচ্ছিলেন আফিফার এর দূর সম্পর্কের চাচা। ক্যাম্প-১৯ এর সোস্যাল ওয়ার্কার সাফিনাতুল হোসনা ব্লকে কেইস ফলোআপ করতে গেলে তার কাছে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। সে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য ক্যাম্পের মাঝি এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে মাঝির সহায়তায় সফিনাতুল হোসনা আফিফার খালাকে খুঁজে বের করেন। আফিফার খালা ক্যাম্প-১৪ তে থাকেন। হোসনা উনার সাথে যোগাযোগ করেন এবং আফিফার বিষয়টি উনাকে জানায়। আফিফার খালা হোসনাকে অনুরোধ করেন আফিফাকে তার কাছে রাখা ব্যবস্থা করে দিতে এবং তার ডাটা কার্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তিনি জানান, বর্তমানে আমি ছাড়া মেয়েটিকে দেখার মত কেউ নেই । কেস ওয়ার্কার হোসনা এই বিষয়ে ক্যাম্প-১৯ এর ক্যাম্প ইনচার্জ এর সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন এবং আফিফাকে তার খালার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সহযোগিতা চায়। ক্যাম্প ইনচার্জ বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আইওএম এর কাছে রেফার করেন। আশা করা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আফিফা তার খালার কাছে যেতে পারবে। বর্তমানে আফিফার পরিবারকে কোস্ট ফাউন্ডেশন শিশু সুরক্ষা প্রকল্পে সহকর্মীরা পজেটিভ প্যারেনটিং বিষয়ে ধারনা দিয়েছেন যাতে করে তার খালা আফিফার সঠিক যত্ন নিতে পারে। আফিফাকেও নিয়মিত পিএসএস সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।

এই নিউজলেটারটি প্রস্তুত করার জন্য প্রকল্পের সবাই তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন : কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩১
ইমেইল: razaul@coastbd.net